যেদিন থেকে লটারিতে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ভর্তি শুরু

অনলাইন ডেস্ক

প্রকাশিত: ২২:২৬, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫

ছবি: সংগৃহীত।

সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হচ্ছে আগামী ১৭ ডিসেম্বর। এই ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। নির্বাচিতদের ভর্তি শেষে আসন শূন্য থাকলে নতুন করে প্রথম অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ করা হবে। সব মিলিয়ে ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে পুরো ভর্তি কার্যক্রম শেষ করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) থেকে পাঠানো এক চিঠিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। চিঠিতে স্বাক্ষর করেন মাউশির মাধ্যমিক বিভাগের উপপরিচালক ও ঢাকা মহানগর ভর্তি কমিটির সদস্যসচিব মো. ইউনুছ ফারুকী।

চিঠিতে জানানো হয়, ডিজিটাল লটারির ফল প্রকাশের পর নির্বাচিত তালিকা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় অপেক্ষমাণ তালিকা ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সব স্কুলে পাঠানো হয়েছে। নির্বাচিতদের ১৭-২১ ডিসেম্বরের মধ্যে ভর্তি সম্পন্ন করতে হবে।

আসন শূন্য থাকলে ২২-২৪ ডিসেম্বর প্রথম অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে এবং পরে আসন ফাঁকা থাকলে ২৭-৩০ ডিসেম্বর দ্বিতীয় অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশনায় আরও বলা হয়, ভর্তি প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের সব কাগজপত্র যথাযথভাবে যাচাই করতে হবে। জন্ম সনদের মূল কপি, অনলাইন কপি (প্রয়োজনে অনলাইনে যাচাইসহ) এবং পিতা-মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র ভালোভাবে দেখা বাধ্যতামূলক। ভর্তি নীতিমালার কোটা পদ্ধতি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। মিথ্যা তথ্য দিয়ে কেউ নির্বাচিত হলে তাকে ভর্তি করা যাবে না। আর নীতিমালা অমান্য করে কাউকে ভর্তি করালে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এর আগে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে শুরু হয় ডিজিটাল লটারির কারিগরি কাজ, যা চলে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত। পরে দুপুর ২টার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

প্রকাশিত ফল অনুযায়ী, প্রথম তালিকায় ৩ লাখ ৫ হাজার ৪৯৯ শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। সরকারি স্কুলে নির্বাচিত হয়েছে ১ লাখ ৭ হাজার ৫২১ জন। অন্যদিকে বেসরকারি স্কুলে শূন্য আসন ছিল ১০ লাখ ৭২ হাজার ২৫১টি—এর বিপরীতে আবেদন করেন ৩ লাখ ৩৬ হাজার ১৯৬ জন।

কিন্তু লটারিতে নির্বাচিত হয়েছে মাত্র ১ লাখ ৯৭ হাজার ৯৭৮ জন। ফলে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এখনো ৮ লাখ ৭৪ হাজার ২৭৩টি আসন শূন্য রয়ে গেছে।